'এবং মহুয়া' - বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী আয়োগ (U.G.C.- CARE List) অনুমোদিত
তালিকার অন্তর্ভুক্ত। ২০২০ সালে প্রকাশিত ৮৬ পৃ.
তালিকার ৬০ পৃ. এবং ৮৪ পৃ. উল্লেখিত।

# এবং মহুয়া

( বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও গবেষণাধর্মী মাসিক পত্রিকা )

২২তম বর্ষ, ১২৪ সংখ্যা, সেপ্টেম্বর, ২০২০

## আনন্দ মঠ

ব
ন্দে
মা
ত
র
ম্

সম্পাদক
ডা. মদনমোহন বেরা

কে.কে. প্রকাশন
গোলকুঁয়াচক, মেদিনীপুর, প.বঙ্গ।

U.G.C.- CARE List approved journal, Indian Language-Arts and Humanities Group, out of 86 pages placed in Page 60 & 84.

# EBONG MAHUA

Bengali Language, Literature, Research and Referred with Peer-Review Journal

22th Year, 124 Volume

September, 2020

Published By

K. K. Prakashan

Golekuachawk, P.O.-Midnapur,721101.W.B.

DTP and Printed By

K.K.Prakashan

Cover Designed By

Kohinoorkanti Bera

Special Editorial Co-ordinator

Amit Kumar Maity

Communication :

Dr. Madanmohan Bera, Editor.

Golekuachawk, P.O.-Midnapur, 721101. W.B.

Mob.-9153177653

Email- madanmohanbera51@gmail.com /

kohinoor bera @ gmail.com

Rs 500

SCAN AnyScanner

২৫.বঙ্কিমচন্দ্রের নির্বাচিত সামাজিক উপন্যাস : দাম্পত্য কলহের
মনস্তাত্ত্বিক সমীকরণ
:: তাহামিজা খাতুন.....১৬৫
২৬.আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপটে বঙ্কিমের প্রবন্ধ
:: দীপালি রায়.....১৭৩
২৭.বঙ্কিমচন্দ্রের 'গীতিকাব্য'-এর অভিনবত্ব : পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা
:: সুনীল দলবেরা.....১৭৮
২৮.বঙ্কিমচন্দ্রের 'অনুকরণ' প্রবন্ধ : গ্রহণ ও বর্জনের স্বীকরণ
:: মলয় কান্তি সিং.....১৮৩
২৯.বঙ্কিমচন্দ্রের প্রকৃতির কন্যা অপ্রকৃতির কপালকুন্ডলা
:: শ্রেয়া মন্ডল.....১৮৮
৩০.'সাম্য'-এ নারী ও পুরুষ
:: ড. নারায়ণচন্দ্র বসুনীয়া.....১৯৫
৩১.বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক চিন্তাচেতনা
:: ডঃ ঈপ্সিতা হালদার .....২০০
৩২. বঙ্কিম উপন্যাসে লোকায়নের নানা মাত্রা
:: ড. কৃষ্ণকান্ত রায়.....২০৯
৩৩.দুই বিপরীতধর্মী নারীচরিত্রের মেলবন্ধন রাজসিংহ ও
কৃষ্ণকান্তের উইল
:: ড. মৌসুমী নাথ.....২২৪
৩৪.জীবনীভিত্তিক সমালোচক বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
:: ড. বিপ্লব কুমার সাহা.....২৩১
৩৫. সাহিত্যে সমালোচক বঙ্কিমচন্দ্র
:: ডঃ নব্যেন্দু রায় চৌধুরী.....২৫৫
৩৬.বঙ্কিমচন্দ্রের নেতৃত্বের ধারণায় ব্যক্তি ক্যারিশমা :
তার ঐতিহাসিক ও বর্তমান প্রাসঙ্গিকতা
:: ড. উৎপল রায়.....২৬১

AnyScanner

# বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক চিন্তাচেতনা

ড. ঈপ্সিতা হালদার

সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৮৩৮ সালের ২৭ শে জুন উত্তর চব্বিশ পরগণার একটি গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতা যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও মাতা দুর্গাদেবী চট্টোপাধ্যায়। মেদিনীপুরে বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করে তিনি হুগলী মহসিন কলেজে এবং পরে প্রেসিডেন্সি কলেজে পঠনপাঠন করেন । প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে স্নাতক হবার পর তিনি আইনশাস্ত্রের ডিগ্রীও অর্জন করেন এবং যশোরের ডেপুটি কালেক্টর পদে কর্মজীবন শুরু করেন। পরবর্তীকালে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। বাংলা ভাষার সঙ্গে তিনি সংস্কৃত ভাষাতেও সুপন্ডিত ছিলেন। ছোটোবেলা থেকেই মেধাবী ছাত্র ছিলেন তিনি। বাংলা সাহিত্য জগতে তিনিই ছিলেন ধ্রুবতারা। ১৮৯৪ সালের ৮ ই এপ্রিল মাত্র ৫৫ বছর বয়সে পরলোকগমন করেন এই অসাধারণ নক্ষত্র। বঙ্কিমচন্দ্র একাধারে ছিলেন সাহিত্যিক,উপন্যাসিক,প্রবন্ধ রচনাকার ও গীত রচয়িতা। ব্রিটিশ সরকারের অধীনে সরকারি চাকরি করলেও মনের দিক থেকে তনি ছিলেন পুরোপুরি ভারতীয়। গোঁড়া হিন্দু ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করার প্রভাব কিছুটা তার লেখণীতে প্রকাশ পেয়েছিল।

**সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্র :**

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর জীবনের প্রথম উপন্যাস "Rajmohan's Wife"লিখেছিলেন ১৮৬৪ সালে ইংরেজি ভাষায় । তার প্রথম বাংলা উপন্যাস"দুর্গেশনন্দিনী" ১৮৬৫ সালে তৎকালীন কোলকাতায় সাড়া ফেলে দিয়েছিল। ঐতিহাসিক ঘটনা নিয়ে রচিত এই উপন্যাস বিশেষভাবে প্রশংসা পেয়েছিল। সেই সময়ে বাঙালী জীবনে তার রচনা বিশেষভাবে সমাদৃত হয়েছিল। পরবর্তীকালে তাঁর রচিত উপন্যাসগুলি হল- কপালকুন্ডলা,মৃণালিনী,বিষবৃক্ষ,দেবী চৌধুরানী,কৃষ্ণকান্তের উইল,আনন্দ মঠ,রজনী,চন্দ্র শেখর,রাজসিংহ ইত্যাদি। উপন্যাসের পাশাপাশি তিনি বহু প্রবন্ধও রচনা করেন ।সেই সময়ের বিখ্যাত 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন তিনি। ঐতিহাসিক বিষয় নিয়ে উপন্যাস লেখার পাশাপাশি তিনি হাস্যরস সমৃদ্ধ উপন্যাসও লিখেছিলেন। আনন্দমঠ উপন্যাসটির দ্বারা তাঁর দেশাত্মবোধক চিন্তাভাবনা ফুটে ওঠে। ১৮৮২ সালে,সন্ন্যাসী



বিদ্রোহের ধারণার ওপর লেখা এই উপন্যাস বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এক উজ্জ্বল রত্ন বিশেষ। এই উপন্যাসে রচিত "বন্দে মাতরম"গানটি দেশমাতাকে পূজা করেই রচিত যা আজও ভারতবাসীর অন্তরের সঙ্গীত। তৎকালীন বিপ্লবী আন্দোলনের মূল মন্ত্র ছিল এই বন্দেমাতরম গানটি। বিপ্লবী তথা স্বাধীনতা সংগ্রামীরা উৎসাহিত হতেন এই গানটির প্রতিটি ছত্রে । বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিটি উপন্যাসে নারীর ভূমিকাও অসাধারণ। নারীকে তিনি শুধুমাত্র গৃহকোণে আবদ্ধ রাখেননি বরং নারীর ভূমিকাও যে সমাজে অনস্বীকার্য তা বারবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন তাঁর বিভিন্ন সাহিত্যের মধ্য দিয়ে। ভাষা কিছুটা কঠিন ও আড়ম্বর যুক্ত হলেও তাঁর প্রতিটি উপন্যাস বিশেষ ভাবে গুরুত্ব পেয়েছে শিক্ষিত বাঙালীর ঘরে ঘরে ।

**বঙ্কিমচন্দ্রের রাজনৈতিক চিন্তা:**

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় উনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাসে সর্বপ্রথম জাতীয়তাবাদী ভাবধারার সূচনা করেন তাঁর লেখনীর মধ্য দিয়ে। তৎকালীন ভারতবর্ষে জাতীয়তাবাদী ধারণা গড়ে ওঠেনি। এই ভাবধারার সৃষ্টি হয় উপযোগিতাবাদ এবং ফরাসি বিপ্লবের হাত ধরে । বাংলাতেও তৎকালীন শিক্ষিত শ্রেণীর মানুষ ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে ফরাসী বিপ্লবের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ওঠেন।ফলে তাদের মধ্যেও জাতীয়তাবাদী ভাবধারার জন্মলাভ করে। বঙ্কিমচন্দ্রের রাজনৈতিক চিন্তাভাবনাও ফরাসী বিপ্লবের আদর্শে গড়ে উঠেছিল। তাঁর মনে হয়েছিল, শিক্ষার বিস্তারের সাথে সাথে উদারনৈতিক ধারণা, রাজনৈতিক স্বাধীনতা প্রভৃতির বিস্তার লাভ ঘটবে।বঙ্কিমের জাতীয়তাবাদী ধারণার ভিত্তি ছিল দেশের প্রতি ভালোবাসা ও সকলের মঙ্গল সাধনের মধ্য দিয়ে সমাজকে অগ্রগতির পথে নিয়ে যাওয়া । তাঁর জাতীয়তাবাদী ধ্যান ধারণা ও রাজনৈতিক চিন্তার প্রকাশ পাওয়া যায় তাঁর রচিত উপন্যাস 'আনন্দমঠ'র মধ্য দিয়ে । এই উপন্যাসের 'বন্দেমাতরম' গানটির গুরুত্ব অপরিসীম।ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে এই গানটির একটি আলাদা তাৎপর্য রয়েছে ।দেশমাতাকে আরাধনা করার আদর্শ এই গানটির মধ্য দিয়ে তুলে ধরা হয়েছে । যা পরবর্তীকালে বিপ্লবী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। হিন্দু বিপ্লবী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সূত্রপাত বলা যেতে পারে এখান থেকেই ।

বঙ্কিমচন্দ্রই হলেন বাংলা উপন্যাসের প্রকৃত জনক।বাংলা সাহিত্যে এক নতুন যুগের সূচনা করেন তিনি।১৯৩৭ সাল থেকে তাঁর রচিত "বন্দেমাতরম" গানটি জাতীয় সঙ্গীতের মর্যাদা লাভ করে। তিনিই প্রথম মাতৃভুমিকে মাতৃ মূর্তি রূপে আরাধনায় কথা বলেন। ভারতীয় হিন্দু জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের উদ্ভব এবং অনুপ্রেরণার অন্যতম উৎস হলো এই "বন্দেমাতরম" গানটি। বঙ্কিমচন্দ্র আধুনিক জাতীয়তাবাদী ভাবধারা ও আধুনিক হিন্দুত্ববাদী ভাবধারার সংমিশ্রন ঘটানোর প্রচেষ্টা করেছিলেন তাঁর সাহিত্যের মধ্যে দিয়ে । ১৮৭২ সালের এপ্রিলে 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার মধ্যে দিয়ে সম্পাদক হিসেবে তিনি বাঙালীর জাতীয়তাবাদী ভাবধারাকে বিশেষভাবে এগিয়ে নিয়ে যান। সমাজ-



AnyScanner

সংস্কারের প্রচেষ্টা ও তিনি করেছিলেন তার রচিত বিভিন্ন উপন্যাসের মধ্য দিয়ে।এই প্রসঙ্গে 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসটি উল্লেখ করা যেতে পারে, যেখানে বিধবাদের পুনর্বিবাহে প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন তিনি। তাঁর লেখনীতে মহিলারাও বিশেষ গুরুত্ব পেতেন। কপালকুণ্ডলা,বিষবৃক্ষ প্রভৃতি উপন্যাসে তিনি নারীদের চরিত্র, আত্মমর্যাদা ও ব্যক্তিত্ববোধ ফুটিয়ে তুলেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র একদিকে সমাজের অন্ধকার দুর করে জ্ঞানের আলো প্রতিষ্ঠা করতে সাহায্য করেছেন আবার অন্যদিকে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে জাতীয়তাবাদের অনুপ্রাণিত করতে বিশেষ ভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের হিন্দুত্ববাদ বা হিন্দু নেতৃত্ববাদের কিছু উদাহরণ আমরা পাই ১৮৮২ সালের পরে লেখা তাঁর কিছু উপন্যাসের মধ্য দিয়ে। এই প্রসঙ্গে 'আনন্দমঠ' ছাড়াও "রাজসিংহ","সীতারাম" প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।বিভিন্ন গবেষকগণ বঙ্কিমের রাজনৈতিক আচরণ সম্পর্কে নানান বক্তব্য রেখেছেন।গবেষক Tanika Sarkar এর মতে, বঙ্কিমচন্দ্রের রাজনৈতিক ধ্যানধারণা কিছুটা বিপরীত ধারণার সমন্বয়।যেমন তিনি জাতীয়তাবাদী চিন্তা ভাবনার প্রসার ঘটালেও কখনোই সম্পূর্ণ ভাবে পাশ্চাত্যের অনুসরণে বিশ্বাস করতেন না । বরং তিনি চাইতেন হিন্দু ধর্মের পুনরুত্থান,যার দ্বারা অন্তর থেকে জাতীয়তাবোধ তৈরী হবে এবং সে হিন্দুত্ববোধ থেকে দেশের মুক্তি সম্ভব।বঙ্কিমচন্দ্র মনে করতেন, ১৮৫৭ সালের বিপ্লবের পর থেকে হিন্দুরা ব্রিটিশদের প্রতি খুব বেশী অনুগত হয়ে পড়েছিলেন যা সঠিক ছিলনা ।এই ধারণা বঙ্কিমের চরিত্রের সাথে বিপরীত,কারণ তিনি নিজে একজন সরকারী কর্মচারী ছিলেন ।তাঁর রাজনৈতিক ধারণা কিছুটা বিপরীত মূলক বলা যায়।তিনি হিন্দু, নবজাগরণের কথা বলতেন।আবার তিনি পুরাতন হিন্দুত্ববাদী কিছু ধ্যানধারণাকে কিছু কিছু ক্ষেত্রে সমর্থনও করতেন। বিশ্বব্যাপী হিন্দু ধর্মের উত্থান ছিল তার মূল উদ্দেশ্য। আবার এই বঙ্কিমচন্দ্রই হিন্দু ধর্মের কিছু ধানধারণাকে বদলে দিয়ে নব মন্ত্রে তাকে নতুন ভাবে গড়ে তুলতে চেয়েছেন তার বিভিন্ন রচনার মধ্য দিয়ে। যা তার ভাষায় হিন্দু ধর্মের পুনরুত্থান বা পুনর্জাগরণ। এই কারণেই বলা যায় তার রাজনৈতিক ধ্যানধারণার মধ্যে কিছুটা বিপরীত আচরণ দেখতে পাওয়া যায়। বঙ্কিমচন্দ্র বিদেশী শাসনের বিরোধীতা করতেন এক্ষেত্রে বিদেশী শাসন বলতে শুধু ইংরেজ শাসন নয়,তিনি মুসলিম শাসনেরও বিরোধীতা করেছিলেন । মুঘল শাসনের শাসনব্যবস্থারও বিরোধীতা করেছিলেন তিনি। তিনি রাজপুত রাজাদের মধ্য দিয়ে প্রাচীন ভারতবর্ষের গৌরবগাথা ও বীরত্বের কথা বলেছেন তার লেখনীর মধ্য দিয়ে। যার মধ্যে দিয়ে তার হিন্দু আদর্শবোধের প্রতি সম্মান প্রকাশ পেয়েছে ।বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর "বন্দেমাতরম" গানটির মধ্য দিয়ে মা-কে আরাধনা করেছেন । মা অর্থাৎ দেশমাতা।তিনি তাঁর কল্পনা শক্তির দ্বারা দেখেছিলেন দেশমাতা শৃঙ্খলে আবদ্ধ,তাকে শৃঙ্খলমুক্ত করতে হবে । দেশমাতার আরাধনা করে তাকে স্বাধীন করা সন্তানের ধর্ম বলে মনে করতেন তিনি। সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রকে রবীন্দ্রনাথ "সব্যসাচী",এই নাম বঙ্কিমেরই উপযুক্ত নাম । কারণ তিনি একাধারে লেখক,ঔপন্যাসিক,প্রাবন্ধিক,সাংবাদিক হবার সাথে সাথে দেশের তরুণ



প্রজন্মকে উৎসাহিত করেছিলেন দেশমাতার শৃঙ্খল উন্মোচনে। বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনে তাঁর অনুপ্রেরণা অপরিসীম। তাঁর বন্দেমাতরম ধ্বনি বিপ্লবী স্বাধীনতা সংগ্রামীদের মুখে মুখে ধ্বনি হত। রবীন্দ্রনাথের কথায় বঙ্কিমচন্দ্র এক দিকে সাহিত্য রচনা করেছেন আবার অন্যদিকে দেশের যুবক সম্প্রদায়কে দেশমাতার প্রতি সম্মান জানিয়ে দেশমাতার শৃঙ্খলমুক্ত করার জন্য নিরন্তর উৎসাহিত করেছেন-প্রকৃত অর্থেই তিনি "সব্যসাচী" । বঙ্কিমচন্দ্র এক ভাষা,এক সাহিত্য এবং দেশের কথা বলতেন।অরবিন্দ ঘোষ,বারীণ ঘোষ,প্রকৃত স্বাধীনতা সংগ্রামীরা বঙ্কিমের আদর্শে অনুপ্রাণিত হতেন। প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি,মূল্যবোধ ও হিন্দুত্ববাদকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর সাহিত্যের মধ্য দিয়ে।

বঙ্কিমচন্দ্র ইউরোপের উপযোগিতাবাদ দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন কারণ ইউরোপের বিভিন্ন দেশের সরকার এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে জনসাধারণের মঙ্গল করার প্রচেষ্টা শুরু করেছিল। উপযোগিতাবাদের মূল বক্তব্যই হল "Promote the good of the greatest number of people"বঙ্কিমচন্দ্র উপযোগিতাবাদের সাথে প্রাচীন ভারতবর্ষের মুনি ঋষি ও হিন্দু রাজাদের কার্যকলাপের মিল খুঁজে পেয়েছিলেন । কারণ তাঁরাও সমস্ত মানবজাতির কল্যাণের জন্য কাজ করতেন । কিন্তু পরবর্তীকালে ইংরেজ রাজত্বে শাসক সম্প্রদায় দেশের মানুষের মঙ্গল অপেক্ষা নিজেদের স্বার্থকেই প্রাধান্য দিতেন । এখানেই বঙ্কিমচন্দ্র সমালোচনা করেছিলেন । তাঁর মতে ইংরেজ শাসনে মানুষের মঙ্গলের জন্য কোনো সঠিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়নি ।জনগণের মধ্যে যাতে সচেতনতাবোধ গড়ে উঠতে পারে বা জনকল্যাণসাধন হয় তার কোনো প্রচেষ্টা ব্রিটিশ রাজত্বে দেখা যায়নি। অধিকাংশ মানুষই নিরক্ষর ছিলেন। কুসংস্কার,অশিক্ষা সমাজের স্তরে স্তরে ছড়িয়ে পড়েছিল। শিক্ষার যে টুকু আলোর রেখা দেখা গিয়েছিল তা শুধুমাত্র কোলকাতা বা কিছু বৃহৎ শহরের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল । শহরকেন্দ্রিক কিছু নেতা ও উচ্চবিত্ত সম্প্রদায়ের মধ্যেই একমাত্র ইংরেজ শাসনের সুফল দেখতে পাওয়া গিয়েছিল।কিন্তু বৃহত্তর ভারতের সাধারণ মানুষের উন্নতির কোনো পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়নি। এমনকি এই শহরকেন্দ্রিক উচ্চবিত্ত সম্প্রদায়ের শিক্ষিত মানুষজন তাদের বক্তব্য ইংরাজী ভাষায় প্রকাশ করতেন যা, সাধারণ মানুষের মনে কোনো দাগ ফেলতো না,কারণ সাধারণ অশিক্ষিত মানুষজন এই ভাষা বুঝে উঠতেই পারত না । শহরের এই সমস্ত উচ্চবিত্ত শ্রেণীর নেতারা সংবাদপত্রে কিছু ইংরাজি প্রবন্ধ প্রকাশ করে ও ব্রিটিশ সরকারের কাছে কিছু লিখিত দাবিদাওয়া পেশ করেই তাদের আন্দোলন সীমিত রাখতেন। এরফলে কিছু কমিশন গঠন করা হত এবং কিছু পরিকল্পনা রূপায়িত হত।কিন্তু বাস্তবে সাধারণ মানুষের জন্য কতখানি লাভজনক ব্যবস্থা হত তা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ ছিল। বস্তুতঃ শিক্ষিত উচ্চবিত্ত শহুরে ইংরাজি জানা মানুষের সাথে দেশের সাধারণ মানুষের তেমন যোগাযোগ ছিলনা ।তাই সাধারণ মানুষের মধ্যে জাতীয়তাবাদী ধারণা বা রাজনীতি সম্পর্কে তেমন কোনো ধারণা তখনও গড়ে ওঠেনি। বঙ্কিমচন্দ্র মনে করতেন তৎকালীন উচ্চবিত্ত



SCAN AnyScanner

শ্রেণীর এই জাতীয় রাজনীতির দ্বারা বাস্তবে সাধারণ জনগণের বা দেশের মানুষের কোনো উন্নতি হবে না । তিনি মনে করতেন নতুন মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে লড়াই-এর মধ্য দিয়েই নিজেদের পরিচয় প্রতিষ্ঠিত করতে হবে ভারতীয়দের । এরজন্য দরকার সংঘবদ্ধতা ও আত্মশক্তির ও জনসচেতনতার। জাতীয়তাবাদী ধারণা মূলতঃ নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠী,ভূ-প্রকৃতি,জাতি,ধর্ম,ভাষা,সংস্কৃতি,ঐতিহ্য প্রভৃতি থেকে গড়ে ওঠে যা ভারতেও ছিল। ভারতেও জাতীয়তাবাদের প্রধান উপাদানগুলি পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়,আর্যরা এদেশে আসার পর এখানকার কৃষ্টি,সাহিত্য,সভ্যতা,ভাষা প্রভৃতির সাথে ধীরে ধীরে নিজেদেরকে মানিয়ে নিতে শুরু করেন এবং এক নতুন জাতি গোষ্ঠীর সৃষ্টি হয় যার ফলে জাতীয়তাবাদী ধ্যানধারণা গড়ে ওঠে । প্রাচীন ভারতে কায়স্থ সম্প্রদায়ের মানুষরা সাধারণত রাজত্ব করতেন কিন্তু সাধারণ জনসাধারণ শুধুমাত্র উপযুক্ত ভালো শাসন ব্যবস্থা চাইতেন। প্রথমদিকে হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষ সাধারণত বিদেশীদের ভালো নজরে দেখতেন না ।শুধুমাত্র এই কারণে যে বিদেশীরা অন্য দেশ থেকে এসেছেন অর্থাৎ বহিরাগত তাদের জাত ও ধর্ম আলাদা। ফলে বিদেশীদের প্রতি এক ঘৃণা সুলভ মনোভাব তৎকালীন হিন্দুদের মধ্যে দেখা যেত। এরফলে তৎকালীন সময় থেকেই নিজের জাত ও ধর্মকে কেন্দ্র করেই তাদের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর সৃষ্টি হয় ,যা জাতীয়তাবাদের অন্যতম উপাদান। পরবর্তীকালে এখান থেকেই জাতীয়তাবাদের সৃষ্টি হয়। ইংরেজ শাসনে ধীরে ধীরে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ধারণা আরও বৃহত্তরভাবে সংগঠিত হতে শুরু করে । বঙ্কিমচন্দ্রের মতে, মানুষ্য চরিত্রের উপযুক্ত বিকাশ প্রধান তখনই সম্ভব যখন সে ধর্ম অনুশীলন করবে। ঈশ্বরের কাছে নিজেকে সমর্পণ করার অর্থ হল নিজেকে ভালোবাসা,নিজের ধর্মকে ভালোবাসা,নিজের পরিবারকে ভালোবাসা এবং সর্বপরি নিজের দেশকে ভালোবাসা। সুতরাং নিজের দেশকে ভালোবাসাই সবচেয়ে বড় ধর্ম। তিনি মনে করতেন সবথেকে বড় ধর্ম হল দেশপ্রেম। মাতৃভূমিকে মা অর্থাৎ ভগবানরূপে দেখেছিলেন তিনি। এই মাতৃভূমির সমন্বয় হলেন তিনজন দেবী-মা দুর্গা,মা লক্ষ্মী ও মা সরস্বতী। এই তিন দেবীর সমন্বয়ই হল মাতৃভূমি। মাতৃভূমির আরাধনা অর্থাৎ ভগবানের আরাধনা। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় "বন্দেমাতরম" এই গানটি ১৮৭৫ সালে রচনা করলেও পরবর্তীকালে ১৮৮২ সালে আনন্দমঠ উপন্যাসে সংযুক্ত করেন তিনি। মা তাঁর সন্তানদের দ্বারাই আরাধিত হবেন ও সন্তানরা মার জন্য নিজেদের সবকিছু সমর্পণ করবে। অর্থাৎ দেশমাতৃকার জন্য প্রয়োজনে সবকিছুই সমর্পণ করতে হবে বলে তিনি মনে করতেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর দর্শনে ধর্ম ও জাতীয়তাবাদকে সমন্বয় সাধন করেছিলেন । সমস্ত দেশের মানুষ 'বন্দেমাতরম' দ্বারা মাতৃভূমির দুঃখ দূর করবে । তাঁর উদ্দেশ্য ছিল জাত-ধর্ম,উচ্চ-নীচ নির্বিশেষে দেশের সব মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়ে মা'র আরাধনা করা ও দেশের মুক্তি ঘটানো। এক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল ভারতের বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মানুষের মধ্যে একীকরণ করা,তাদের মধ্যে "এক মা" অর্থাৎ "এক দেশ" এই ধারণাকে ঢুকিয়ে দেওয়া অর্থাৎ ঐক্যসাধন ঘটানো। তবে এই কারণে অনেকে বঙ্কিমচন্দ্রের



জাতীয়তাবাদকে ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদ বলে সমালোচনা করেছেন। তাঁর রচিত আনন্দমঠ সন্তান দলের উল্লেখ পাওয়া যায় । সন্তান দল অর্থাৎ যাদের পিতা, মাতা, ভাই, বোন কেউ নেই কেবল আছেন " মা " অর্থাৎ "দেশ মা " । আমাদের সকলের একজনই মাতা অর্থাৎ দেশমাতা। নিজস্বার্থের চরিত্র ভবানন্দ, সত্যানন্দ এই ভাবে তাই নিজেদের নিয়োজিত করেছিলেন দেশমাতার পায়ে। প্রয়োজনে সন্তানরা অস্ত্র তুলে নেবে যেমন তাঁর উপন্যাসে সন্তানদল প্রয়োজনে অস্ত্র ধারণ করেছে। বস্তুতঃ বঙ্কিমচন্দ্রের উদ্দেশ্য ছিল দেশ মায়ের পায়ে আত্মনিবেদন মধ্য দিয়ে সকল ভারতবাসীর মধ্যে ঐক্য স্থাপন করা এবং ভাবতের পুরোণো গৌরব ফিরিয়ে নিয়ে আসা অর্থাৎ উন্নত,সমৃদ্ধশালী ভারত গঠন করা। ভারতের স্বাধীনতার যুদ্ধে বিপ্লবীদের উদ্দেশ্য বঙ্কি মচন্দ্রের বার্তা ছিল প্রয়োজনে অস্ত্র হাতে তুলে নিতে হবে দেশমাকে মুক্ত করার জন্য, যাতে বিদেশীদের দেশ ছাড়া করা যায়, সবাইকে ঐক্যবদ্ধ ভাবে লড়াই করতে হবে। তারপর দেশকে আবার নতুন ভাবে, নতুন রূপে গড়ে তুলতে হবে। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের চাকরী করলেও মনের দিক থেকে তিনি ছিলেন আত্মমর্যাদা সম্পন্ন একজন পুরোদস্তর ভারতীয়। তিনি বিশ্বাস করতেন " No Serious hope of progress in India except in Hinduism - reformed, regenerated and purified " এই কারণে বহু গবেষক তাঁকে হিন্দুত্ববাদী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের অন্যতম উৎসাহদাতা বলে উল্লেখ করেছেন। যদিও বঙ্কিমচন্দ্রের মূল উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয়দের মধ্যে ঐক্যসাধন করে তাদের মাতৃভূমির প্রতি সচেতন করে তোলা। তাঁর বিভিন্ন লেখনীয় মধ্য দিয়ে বহুবার তাঁর দেশাত্মবোধের পরিচয় আমরা পেয়েছি। বঙ্কিমচন্দ্র বিভিন্ন উপন্যাসে হিন্দু নায়কদের চরিত্রগুলিকে আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন বীর এবং দেশের জন্য নিবেদিত প্রাণ হিসাবে রচনা করেছেন। তবে তাঁর মূল উদ্দেশ্য ছিল হিন্দু জাতির পুরাতন ঐতিহ্য,সাহিত্য, বীরত্ব, কৃষ্টি সংস্কৃতি প্রভৃতি গৌরবগাথাকে তুলে ধরে নতুন করে পূর্ণজাগরণ ঘটানো,যাতে তারা দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠতে পারে।

পরবর্তীকালে কিছু রাষ্টবিজ্ঞানী ও ঐতিহাসিক বঙ্কিমচন্দ্রের রাজনৈতিক চিন্তা ভাবনাকে হিন্দুত্ববাদী ধারণা বলে উল্লেখ করেছেন। তবে এবিষয়ে দ্বিমত আছে। অনেকেই মনে করেন বঙ্কিমচন্দ্র তৎকালীন অলস হিন্দু সমাজকে জেগে উঠতে বলেছিলেন, অনুপ্রাণিত করেছিলেন তাঁর লেখনীর মধ্য দিয়ে। কিন্তু তাঁর আসল উদ্দেশ্য ছিল দেশের জন্য সকল ভারতবাসীকে ঐক্যবদ্ধ হতে বলা । এই ভাবনাই ফুটে উঠেছে তাঁর বিভিন্ন লেখনীতে। অনেক সমালোচক তাঁর রচিত "কৃষ্ণ" চরিত্র অনুশীলনতত্ব, ধর্মতত্ব প্রভৃতি ধর্ম বিষয়ক সৃষ্টিগুলিকে হিন্দু ধর্মের প্রচার হিসাবে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু বঙ্কিম রচিত "কৃষ্ণ" রচিত্রটি হিন্দু দেবতা কৃষ্ণ নয়। শুধুমাত্র একটি চরিত্র বিশেষ। তবে মহাভারতের চরিত্র কৃষ্ণের সাহস,বীরত্ব, কূটনীতি প্রভৃতি বিপ্লবীদের অনুপ্রাণিত করবে বলেই তিনি মনে করতেন। এক্ষেত্রে কৃষ্ণ কোনো ধর্মের প্রতীক নয়, বরং ভারত্বের প্রতীক। অনুরূপে অনুশীলন তত্ব দ্বারা তৎকালীন যুব সম্প্রদায়কে তিনি শরীরের পরিচর্যা তথা মনের

পরিচর্যা করতে বলেছিলেন।এরফলে যুব সম্প্রদায় নৈতিক গুণ সম্পন্ন হয়ে উঠবে, যা স্বাধীনতা সংগ্রামে বিপ্লবীদের মধ্যে থাকা প্রয়োজন। এই ক্ষেত্রে বঙ্কিমের "সীতারাম" চরিত্র এবং আনন্দমঠ প্রসঙ্গে ও কিছু বক্তব্যের অবতারণা করা প্রয়োজন । কিছু সমালোচক এই ক্ষেত্রেও বঙ্কিমের হিন্দুত্ববাদী ধারণার কথা বলেছেন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সীতারাম চরিত্রটি এক হিন্দু জমাদারের যিনি মুসলিম শাসকের ক্ষমতার অপ প্রয়োগের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। বস্তুতঃ বাংলায় পাল ও সেন বংশের গৌরবজ্জ্বল অধ্যায় রূপায়িত হয়েছে তার এই উপন্যাসের মধ্য দিয়ে। বঙ্কিমের "আনন্দমঠ" মূলতঃ সন্ন্যাসী বিদ্রোহের প্রেক্ষাপট রচিত। পরবর্তীকালে এই আনন্দমঠকে ঘিরে নানা বিতর্ক, সমালোচনা আমরা দেখতে পেয়েছি। কিন্তু বাস্তবে সন্ন্যাসীরাই এখানে মূল চরিত্র। তাঁরা ভাবনী মন্দিরে তাঁদের উপসনার মধ্য দিয়ে ঐক্যবদ্ধ হন এবং নিজেদের স্বাধীনতা আদায়ের জন্য সক্রিয় হয়ে ওঠেন। এই উপন্যাসের সমাপ্ত ঘোষণা হয় মূলতঃ অত্যাচারী মুসলিম শাসনের শেষ এবং ইংরেজ রাজত্বের শুরু এইরূপ ঘটনা বা অবস্থায় মধ্য দিয়ে। অত্যাচারী মুসলিম শাসনের পতন ঘটে এবং ভারতে ইংরেজ রাজত্বের শুরু হয়। এই ছিল কাহিনীর বিষয়। ইংরেজ রাজত্বের শুরুতে বরং ভাবা হয়েছিল অবস্থায় কিছুটা উন্নতি ঘটবে। পরবর্তীকালে আনন্দমঠ উপন্যাসটি বাংলার বিপ্লবী আন্দোনের বাইবেল হিসাবে পরিচিত লাভ করে। বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনে অন্যতম প্রভাবশালী নেতা অরবিন্দ ঘোষ আনন্দমঠ উপন্যাসটির দ্বারা বিশেষ ভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। তৎকালীন সময়ে আনন্দমঠ, গীতা এবং স্বামী বিবেকানন্দের পুস্তকগুলিকে ইংরেজরা নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। যুবক সম্প্রদায়ের কারো কাছে ঐ পুস্তকগুলির হদিশ পাওয়া গেলে গ্রেপ্তার করবার আদেশ দেওয়া হয়েছিল। এই পুস্তকগুলির হিন্দু ধর্মের আর্দশের বলীয়ান হয়ে সকলকে ঐক্যবদ্ধ করার প্রচেষ্টা বলে ইংরেজরা মনে করতো। এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে যাতে যুবক সম্প্রদায় স্বাধীনতা লাভে উদ্বুদ্ধ হয় সম্ভবতঃ সেই কারণেই ঐ পুস্তকগুলিকে তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার নিষিদ্ধ ঘোষণা করে।

বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনীতে মুসলিম বিরোধিতার কোনো প্রমাণ সেইভাবে আমরা দেখতে পাইনি "দুর্গেশনন্দনী" বা " রাজসিংহ" উপন্যাসেও তা দেখা যায়নি। বরং দীলের খান এবং ওসমান এই দুই শক্তিশালী মুসলিম চরিত্র রচনা করেছিলেন তিনি যেখানে এদের বীরত্বের পরিচয় আমরা পাই। সমালোচকরা মূলতঃ বন্দেমাতরম গানটির জন্যই বঙ্কিমচন্দ্রকে হিন্দুত্ববাদের প্রচারক বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু বাস্তবে এই গানটির মধ্য দিয়ে মাকে আরাধনা করা হয়েছিল। এখানে মুসলিম বিদ্বেষের কোনো চিহ্ন নেই। বন্দেমাতরম গানটি ১৮৫৭ সালে সাপাহী বিদ্রোহের প্রেক্ষাপটে তিনি রচনা করেন, তখন তিনি মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুরে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হিসাবে কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীকালে এই গানটি আনন্দমঠ উপন্যাসের অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৮৫৬ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জাতীয় কংগ্রেসের সভায় এই গানটি নিজ গলায় পরিবেশনা করেন। মোহন দাস করমচাঁদ গান্ধী রচিত একটি প্রবন্ধে সর্বপ্রথম এই বন্দেমাতরম গানটির মধ্য দিয়ে



ভারতীয়রা দেশ মাতার আরাধনা করার জন্য ঐক্যবদ্ধ হয়ে উঠেছে তখন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এই গানটি নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। ১৯০৪ সালে এই গানটি নিসিদ্ধ ঘোষানা করে ব্রিটিশ সরকার। ব্রিটিশসরকার মনে করেছিলেন,এই গানের দ্বারা স্বাধীনতা আন্দোলনে অনুপ্রাণিত হচ্ছে দেশের যুব সমাজ। অরবিন্দ ঘোষ ১৯০৬ সালে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন, যার নাম দেন " বন্দোমাতরম"। পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় তিনি লেখেন প্রকৃত দেশ প্রেমের মন্ত্র হইল বন্দেমাতরম ধ্বনির উচ্চাহরণ। ১৯২০ সালে এই গানটি ভারতের জাতীয় সঙ্গীতের মর্যাদা লাভ করে। কিন্তু মুসলিম লীগ এই গানটিকে হিন্দুবাদী ধারাবাহক হিসাবে বর্ণনা করে। পরবর্তীকালে নেহেরু গানটির শুধুমাত্র প্রথম দুটি অনুচ্ছেদ রেখে দেবার পক্ষে মত দেন । কিন্তু ১৯৫১ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচিত " জনগন মন অধিনায়ক জয় হে " গানটি জাতীয় সঙ্গীতের মর্যাদা লাভ করে।

উপসংহারে বলা যায়, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় হিন্দু মুসলিম সমন্বয়ে ঐক্যবদ্ধ বাংলাই দেখতে চেয়েছিলেন। প্রাচীন বঙ্গভূমির গৌরবজ্জ্বল অধ্যায়কে স্মরণ করেই তাঁর বন্দেমাতারম গানটি রচিত। যেকোনো ধর্মের মানুষই মাকে সম্মান করেন, ভক্তি করেন, মর্যাদা দেন। একটি নির্দিষ্ট ধর্ম অনুসরণকারী মানুষেরা অবশ্যই অন্য ধর্মের ভালো দিক গুলির সম্মান করবেন। সহানুভূতি দেখাবেন বলে তিনি মনে করতেন। তিনি কখনোই সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন ছিলেন না। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় উদার মানসিকতা সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর বহু মুসলিম বন্ধু ছিলেন। তিনি ব্রিটিশ দার্শনিক ( John Stuart Mill, Bentham এবং ফরাসী দার্শনিক August Comtie এর অনুসরণকারী ছিলেন। এদের মতাদর্শকে তিনি সম্মান করতেন। তৎকালীন সময়ের মুসলিম সাহিত্যিক মার মোশারাফ ..... রচিত উপন্যাস তিনি বিশেষ ভাবে পছন্দ করতেন। তাঁর সম্পাদিত বঙ্গ দর্শন পত্রিকায় বন্ধু মুসলিম সাহিত্যিক ও শিক্ষবিদ গণ লেখার সুযোগ পেতেন। হিন্দু মুসলিম সমন্বয়ে এর ঐক্যবদ্ধ আদর্শ ভারতভূমি গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন তিনি এবং এই প্রসঙ্গেই তিনি বারবার প্রাচীন ভারতের গৌরবজ্জ্বল অধ্যায় পুনরায় ফিরিয়ে আনা যায় সেই প্রচেষ্টাই করেছিলেন তিনি। ভারত জগৎ সভায় পুনরায় শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করুক এই ছিল তার অভিপ্রায়। প্রাচীন ভারতের হিন্দু রাজাদের বীরত্বের কাহিনী দ্বারা তৎকালীন যুব সম্প্রদায়কে প্রভাবিত করে তুলতে চেয়েছিলেন তিনি। সেই অর্থে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় একজন প্রকৃত দেশপ্রেমিক। পাশ্চাত্য সভ্যতার থেকে প্রাচ্য সভ্যতা যে কোনো অংশেই কম ছিলনা, এককথাই প্রচার করতে চেয়েছিলেন তিনি। তিনি কখনোই ধর্ম প্রচারক বা রাজনৈতিক ছিলেন না। গোঁড়া হিন্দু ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম গ্রহণ করার ফলে কিছু হিন্দু ভাবাদর্শ তাঁর মধ্যে ছিল একথা ঠিক। কিন্তু তিনি কখনোই সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন ছিলেন না। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁর নাম চিরস্মরণীয়। ভাষা কিছুটা কঠিন হলেও তাঁর ক্ষুরধার লেখনী সকল বাঙ্গালীর মনে জায়গা করে নিয়ে ছিল। বাঙ্গালী তাই তাকে সাহিত্য সম্রাটের উপাধিতে ভূষিত করেছে। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস বঙ্কিমচন্দ্র এক স্বর্ণযুগের স্রষ্টা । তাঁর লেখা এক একটি উপন্যাস এক একটি মনি



SCAN AnyScanner

মাণিক্য রূপে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে নিজের স্থান করে নিয়েছে। প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা রাজবংশ ও তাদের বীরত্বের গাথা কাহিনীর ধারণা আমরা তাঁর লেখনী থেকেই পেয়েছি। তাঁর জাতীয়বাদী চিন্তাভাবনা সমানভাবে আজও প্রাসঙ্গিক। বর্তমান যুগে আমরা যখন আমাদের পুরাতন সভ্যতা, মূল্যবোধ, কৃষ্টি প্রভৃতিকে ভুলতে বসেছি তখন বঙ্কিমের সাহিত্য, চিন্তাভাবনা আমাদের উৎসাহিত করে, অনুপ্রাণিত করে। নিজের দেশকে, নিজের দেশমাতাকে নতুন করে ভালোবাসতে উৎসাহ যোগায়। প্রকৃতপক্ষেই বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আমাদের কাছে নমস্য, প্রণম্য।

তথ্যসূত্র:


1. Amrita Bazar Partrika, 15 th January, 1874.
2. Begchi, J., " Positivism & Nationalism : Womenhood and Crisis in Nationalist Fiction : Bamkimchandra's Anandamath " , Economic & Political wekly 20 ( 43), pp. 58-62.
3. Chatterjee, Bhabatosh ( Edited), " Bamkimchandra : Essys in Perspective ", Calcutta Sathitya Akadami, 1994
4. Chattopadhayay, Bhabatosh (edited), " Anandamath ", Bamkim Rachanabali, P.640 & Also pp. 759 tp 787
5. Chattopadhayay, G. (edited), " Awakening in Bengal in Early nineteenth Century", Culcatta Progressive Publishers, 1956.
6. Das, Sisir Kumar , "The Artist in Clains : The life of Bamkimchandra Chatterjee , New Delhi, 1984, P. 134.
7. Ghosh, Arobindo, " Bamkim- tilak - Dayananda", Pondicherry, Sri Aurobindo Ashram.
8. Halder, M.K., " Foundations of Nationalism in India", Delhi, Ajanta Publications, 1989.
9. Kaviraj, Sudipta, "The Unhappy Consciousness", Calcutta, Oxford university Press, 1995.
10. Roy, Anil Baran," Bamkimchandra : Development of Nationalism and India Identity", An Essay, Prabudha Bharat , August 2005.
11. Sengupta, N.C. " the Abbey of Bliss : A translation of Bamkimchandra Chatterjee's Anandamath", Kalkata, Padmini Mohon Niyagi, 1906
12. Sil, N.P., " Bandemataram : Bankimchandra Chattopadhyay's Nationalist Thought " Revisited South Asian Studies 25 ( 1), Pp. 121 - 142.